প্রতীতি বনাম প্রকৃতি

আনিসুর রহমানঃ গত ১লা মে অনুষ্ঠিত হল প্রতীতির বর্ষবরণ ১৪১৮। একটানা ১০ বছর এশফিল্ড পার্কের বটতলার পর গত বছরই প্রথম এটিকে কার্লিংফোর্ডের একটি হল ঘরে ঢোকান হয়েছিল। তাই এ বছর যখন বিজ্ঞাপনে দেখলাম অনুষ্ঠানটি আবার এশফিল্ড পার্কে ফিরে যাচ্ছে তখন সত্যিই খুব ভালো লেগেছিলো। কিন্তু বিধি বাম।

বৃষ্টির কারনে ১৬ই এপ্রিলের অনুষ্ঠান দুই সপ্তাহ পিছিয়ে, আনা হল ৩০শে এপ্রিলে। কিন্তু এবারো বৃষ্টি এসে সিডনীর সব পথ ঘাট ভিজিয়ে দিতে লাগলো। প্রকৃতির সাথে প্রতীতির রেশা-রেশিতে হেরে গেলাম আমরা সবাই। আবারো এক দিন পিছিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্লাকটাউন সাউথ পাবলিক স্কুলের হল ঘরে, অর্থাৎ চার দেয়ালের মাঝে অনুষ্ঠিত হলো প্রতীতির বর্ষবরণ ১৪১৮।

প্রকৃতির পরিহাস এখানেই শেষ নয়! অনুষ্ঠানটিকে হল ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রকৃতি মুচকি হেসে সম্ভবতঃ বলেছিলো, “Let there be light”. আর অমনি সব মেঘ কেটে গিয়ে চারিদিকে আলো ঝল্‌মল্‌ করতে লাগলো। বাইরে রৌদ্রোজ্জল দিন আর আমরা ঘরের ভেতরে বসে বটতলার গান শুনছি! এ দুঃখ কোথায় রাখবো। প্রতীতির শিল্পীরা এর পরেও অনেক উদারতা দেখিয়েছেন। বৃষ্টির কারনে পার্কের অনুষ্ঠান পন্ড হবার পরেও তারা বৃষ্টিকে আহবান করে গেয়েছেন, “এসো হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া”।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিলো প্রতীতির শিল্পীদের গান। অংশগ্রহনকারী শিল্পীরা হলেনঃ পারভীন সুলতানা, ইফফাত আরা, মমতাজ রহমান, শাফিনাজ আমিন মুক্তি, অদিতি শ্রেয়সী বড়ুয়া পিয়া, তামিমা শাহরীন, তাহমিনা নাহিন খান পিউ, আলিভা সালমিন ইভানা, মেহেদী হাসান, রাফিউল ইসলাম বণি, সাজ্জাদুল আনাম খান, এ কে এম ফারুক ও সিরাজুস সালেকিন। তবলা এবং গীটারে সহযোগিতা করেছেন সজীব খান এবং হাসান জায়ীদ। সার্বিক ব্যাবস্থাপনায় ছিলেন নাজমুল খান।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল “কবিতা বিকেল” পরিবার আয়োজিত কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠান। এতে অংশ নিয়েছেন - শাকিল আরমান, ড. মমতা চৌধুরী, সাইফুর রহমান অপু, মাহমুদা রুনু, সুরভি ছন্দা, আশীষ বাবলু, সঞ্চয় এবং আফসানা।

প্রতীতি প্রতি বছর একজনকে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী পদক দিয়ে থাকে। এ বছর পদক পেলেন জনাব আশীষ বাবলু। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখার জন্য তাকে এই পদক প্রদান করা হয়। এই সদা হাস্যোজ্জল মানুষটি একাধারে লেখক, আবৃত্তিকার, শিল্পী, অভিনেতা এবং নাট্যপরিচালক। প্রচ্ছদ অংকন থেকে প্রতিমা নির্মাণ সব কাজেই তিনি সমান পারদর্শী। বাংলা-সিডনীর সকল পাঠক পাঠিকার পক্ষ থেকে জনাব আশীষ বাবলুকে জানাই আন্তরিক অভিন্দন।

বিরতীর পর প্রতীতির পরিবেশনায় ছিল জাগরনের গান। এ পর্যায়ে ৪০ দশক থেকে ৭০ দশক এ রচিত গনসঙ্গীত পরিবশনা করে প্রতীতির শিল্পীবৃন্দ। সলিল চৌধুরী, আবদুল লতিফ, শেখ লুতফর রহমান সহ বিখ্যাত গীতিকার ও সুরকারদের রচিত গান নিয়ে তৈরী হয় এই পর্ব।

সব শেষে ‘‘সেরা সাজে বাঙালি’’ পুরস্কার বিতরন করা হয়। প্রতীতির সদস্যরা দর্শকদের মাঝ থেকে এই পুরস্কারপ্রাপ্তদের মনোনীত করেন। বড়, কিশোর-কিশোরী ও শিশুদের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদান করেন জনাব আবদুল্লাহেল মোস্তফা ও সুতপা বড়ুয়া।

প্রতিবারের মত এবারো নানারকম মখরোচক খাবারের আয়োজন ছিল বর্ষবরণ উৎসবে। পাটিসাপটা, পুলি পিঠা, পাকান পিঠা, মগু-পাকান, সিঙ্গারা, রসগোল্লা, হালিম, শাহী-টুকরা, মোরগ-পোলাও, তেহারী এবং আরো নানারকম খাবারে রসনা তৃপ্ত করেছেন উপস্থিত দর্শকরা।